দৈনিক সংবাদ

53

তারিখ ... FEB 16 2000 ...
পৃঃ ৪ ... ১

সন্ত্রাসের কবলে আনন্দমোহন কলেজ

গত শনিবার ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে যা হয়েছে, তা শুধু কলেজের ছাত্র-শিক্ষকদেরই হতবাক করেনি দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ও শিক্ষানুরাগী সবাইকে বিস্মিত ও লজ্জিত করেছে। একটি ঐতিহ্যবাহী সরকারি কলেজে পরীক্ষা নিয়ে সন্ত্রাসী ঘটনা এবং তার প্রতিক্রিয়া এতদূর গড়াতে পারে, তা বিশ্বাস করাই কঠিন হয়ে পড়েছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, অনার্স পর্ব-৩ পরীক্ষায় নকলের সুযোগ না দেয়ায় এবং প্রশ্নপত্র 'কমন না পড়ায়' পরীক্ষার্থীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। পরীক্ষা চলাকালে ব্যাপক ভাঙচুর, শিক্ষক লাঞ্ছিত করা, উত্তরপত্র ছিঁড়ে ফেলা এবং শিক্ষকদের আটকে রাখার মত ঘটনা ঘটে। ছাত্ররা দোতলা থেকে চেয়ার-বেঞ্চ ছুড়ে নিচে ফেলে দেয়। শিক্ষকদের লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হয়। পুলিশ প্রোটেকশনে শিক্ষকরা ক্যাম্পাস ত্যাগ করেন। শনিবার বিকেলে ৬টি বিষয়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। পরীক্ষার্থীরা ক্যাম্পাস ত্যাগ করে বিক্ষোভ মিছিল করে।

সন্ত্রাসী ঘটনার জের হিসেবে গত রোববার আনন্দমোহন কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। শিক্ষক পরিষদের নেতৃত্বে কলেজ শিক্ষকরা শহরে মিছিল এবং প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করেছেন। শিক্ষকরা বলছেন, সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে তারা কলেজে যেতে পারছেন না। বাড়ি বাড়ি হামলার হুমকি দেয়া হচ্ছে। শিক্ষকদের বাসায় ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হচ্ছে।

গত শনিবারের হামলার ৭দিন আগেও কয়েকজন ছাত্র 'প্রশ্ন ও নকল' কমন না পড়ায় ভাঙচুর এবং শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করে। তারও আগে জানুয়ারির প্রথম দিকে কয়েকজন সন্ত্রাসী অবৈধভাবে ছাত্র ভর্তির দাবিতে শিক্ষকদের ওপর হামলা চালায়। কলেজ এলাকায় চাঁদাবাজি উপলক্ষে সন্ত্রাসী ঘটনা বহু দিন থেকেই চলছে।

আনন্দমোহন কলেজে বহু দিন থেকে কিছু উচ্ছৃংখল ছাত্র ও সন্ত্রাসীদের উৎপাত চলছে। এদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হয়নি বলেই ঘটনা এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে। কলেজের কর্তৃপক্ষ মাথায় উঠিয়েছেন বলে ছাত্রদের এতটা সাহস হয়েছে। গত শনিবারের ঘটনার ব্যাপারে ছাত্রদের পক্ষ থেকে কোন কিছু জানানো হয়নি। পরীক্ষায় 'অবৈধ সুযোগ' যারা দাবি করে, তাদের 'রাস্টিকেট' করাটাই হওয়া উচিত স্বাভাবিক পদক্ষেপ। দেশের অনেক তথাকথিত ডিগ্রি কলেজে নকল করার সুযোগ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করার কথা শোনা যায় এবং কোন কারণে সেই সুযোগ না পেলে ছাত্রছাত্রীরা সহিংস হয়ে ওঠে। আনন্দমোহন কলেজে সে ধরনের ঘটনা ঘটার কোন অবকাশ নেই। তবু কেন পরীক্ষার্থীদের এই উপদ্রব? সন্ত্রাসী ছাত্রদের ভয়ে পুলিশ প্রহরায় দিনযাপন শিক্ষকের পক্ষে সম্মানজনক হতে পারে না।

ময়মনসিংহে অবস্থিত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ এবং আনন্দমোহন কলেজে রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে কর্তৃত্বের লড়াই, ছাত্র ভর্তি এবং আবাসিক হল-হোস্টেলে কোটা দাবি নিয়ে ক্যাম্পাস সহিংস হয়ে পড়ে; কিন্তু পরীক্ষায় নকল করার সুযোগ দাবি করে আনন্দমোহন কলেজের ছাত্রছাত্রীরা ছাত্র সমাজের মুখে কালিমা লেপন করেছে। আরেকবার তারা নিজেদের কলঙ্কিত করেছে শিক্ষকদের ওপর হামলা চালিয়ে।

এ ধরনের ঘটনায় সাধারণত দেখা যায়, কতিপয় পেশাদার ছাত্র বহিরাগতদের সাহায্যে সন্ত্রাসী কাজকর্মের নেতৃত্ব দেয়। কুফলটা ভোগ করে নিরীহ, নির্দোষ ও মেধাবী সকল ছাত্রছাত্রী। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিরও সুনাম এবং ঐতিহ্য নষ্ট হয়ে যায়। কয়েকজন দুর্বৃত্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না। ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসন, পুলিশ এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের সে সাহস কি আছে? সমস্যাটা রাজনৈতিক নয়, আইন-শৃংখলার।